২৪-০৪-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - মাতা-পিতার বংশাবলীতে আসতে হলে সম্পূর্ণ অনুসরণ করো, তাদের মতো মিষ্টি হও এবং ভালো করে পড়তে থাকো।"

প্রশ্নঃ- কোন্ গভীর রহস্যযুক্ত কথা বোঝার জন্য খুব ভালো বুদ্ধির প্রয়োজন?

*উত্তরঃ- ১) ব্রহ্মা এবং সরস্বতী বাস্তবে মাম্মা-বাবা নয়। সরস্বতী তো ব্রহ্মার কন্যা, সেও একজন ব্রহ্মাকুমারী। ব্রহ্মাই হল তোমাদের বড় মা। কিন্তু তিনি তো পুরুষ, তাই জগৎ আম্বা কে মাতা বলা হয়েছে। এটা খুব গভীর রহস্যযুক্ত কথা যেটা বোঝার জন্য খুব ভালো বুদ্ধির প্রয়োজন। ২) সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা যাবেনা। প্রজাপিতা এখানেই আছেন। ইনি যখন ব্যক্ত অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যান তখন সম্পূর্ণ অব্যক্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ওখানে কেবল চলচ্চিত্রের (মুভি) ভাষা আছে। ওখানে দেবতাদের সভা হয়। বোঝার উদ্দেশ্যে এটাও একটি রহস্যপূর্ণ বিষয় ।

গীতঃ- মাতা, হে মাতা তুমি যে এ জগতের কল্যাণী.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে এটা হল ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কে পড়ান? ঈশ্বর। ঈশ্বর তো একজনই, তাই তাঁর একটাই শাস্ত্র হওয়া উচিত। যেমন কোনো ধর্মের স্থাপক তো একজনই, তাই তার শাস্ত্রও একটাই হওয়া উচিত। পরে হয়ত ছোট খাটো কোনো বই বানিয়েছে কিন্তু আসলে শাস্ত্র তো একটাই। আর এটা হল বিশ্বপিতার বিশ্ববিদ্যালয় (গড ফাদারের ইউনিভার্সিটি)। পিতার বিশ্ববিদ্যালয় বলে কিছু হয়না, সরকারের বিশ্ববিদ্যালয় হয়। এটাকে বলা হয় মাতা-পিতার বিশ্ববিদ্যালয়। মাতা-পিতা কে? তখন সবাই বলবে ভগবান-ভগবতী। গায়নও করে যে তুমি আমাদের মাতা পিতা... তাহলে আগে অবশ্যই পিতা হবেন। ভগবানুবাচ। স্বয়ং ভগবান বসে পড়াচ্ছেন, অন্যান্য সমস্ত জায়গাতে মানুষ মানুষকে পড়ায়। এখানে নিরাকার বাবা তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। মানুষ এই বিচিত্র কথাটা বুঝতে পারেনা। কেউই এইরকম বলবেনা যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা গড ফাদার আমাদেরকে পড়ান। এখানে তোমাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান। এই কথাটা দুনিয়ায় কারোর বুদ্ধিতেই নেই। যারা পড়ছে তাদের বুদ্ধিতেও নেই আর যারা পড়াচ্ছে তাদের বুদ্ধিতেও নেই। তোমরা জানো যে এখানে গড ফাদার আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তিনিই হলেন সকলের পিতা - উঁচুর থেকেও উঁচু, তিনি ছাড়া আর কোনো পিতা নেই। তিনি ব্রহ্মারও পিতা। তিনিই আমাদেরকে পড়ান, ব্রহ্মা পড়ায় না। নিরাকার বাবা পড়ান। হয়তো মানুষ জানে যে ব্রহ্মা এবং সরস্বতী হল আদম (আদি মানব) এবং ইভ (আদি মানবী)। কিন্তু নিরাকার বাবা হলেন তাদের থেকেও উঁচু। তারা তো তবুও সাকার রূপে আছেন। তোমরা বাচ্চারা এটা জানো যে নিরাকার বাবা এসে পড়ান। গড ফাদারই তোমাদেরকে জ্ঞান দেন। তিনি বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই তোমাদেরকে পড়া পড়তে হবে। বাস্তবে গার্হস্থ্য জীবনে কেউ পড়াশুনা করে না। অনেক কষ্ট করে হয়তো কেউ সেকেন্ড কোর্স আয়ত্ত করে। এখানে তোমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয় আছে যে আমাদেরকে নিরাকার পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। এই সাকার মাম্মা-বাবাও তাঁর কাছেই পড়ছেন। এইসব খুবই গুপ্ত কথা। যতক্ষণ না বাবা এসে বোঝাচ্ছেন ততক্ষণ কেউই বুঝতে পারবেনা। তোমরা হয়তো একে (সরস্বতীকে) মাম্মা বলো, কিন্তু এটা জানো যে সরস্বতী হল ব্রহ্মার দত্তক নেওয়া

কন্যা। তোমরাও তার দত্তক নেওয়া সন্তান কিন্তু তোমাদেরকে মাম্মা বলা যাবেনা। এইটা হল দৈবী পরিবার - মাম্মা, বাবা, দাদু, ভাই-বোন। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। সরস্বতীও ব্রহ্মাকুমারী কিন্তু তাকে জগৎ-আম্বা বলা হয় কারণ ব্রহ্মা হল পুরুষ। মাম্মাকেও শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেছেন। কিন্তু নিয়ম অনুসারে একজন মাতার (নারী) প্রয়োজন, তাই তাকে নিমিত্ত বানানো হয়েছে। এইগুলো কত সুন্দর কথা। নতুন কেউ বুঝতে পারবেনা। যতক্ষণ না সে বাবা এবং রচনার পরিচয় পাচ্ছে ততক্ষণ খুব কঠিন লাগবে। বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র পড়া, ডাক্তারি পড়া, এইসব হল মানুষের পড়াশুনা। মানুষ মানুষকে পড়ায়, এইরকম কখনোই কেউ বলবেনা যে আমি আত্মা, আত্মাদেরকে পড়াচ্ছি। এখানে তোমাদেরকে দেহ-অভিমানী থেকে দেহী-অভিমানী বানানো হয়। দেহ-অভিমান হল এক নম্বর বিকার। কেউই দেহী-অভিমানী নয়। এটা জানে যে আত্মা এবং শরীর দুটো জিনিস আছে কিন্তু আত্মা কোথা থেকে আসে, তার পিতা কে এইসব জানেনা। এইগুলো হল নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন কথা। নুতন দিল্লি বলা হয়। কিন্তু নতুন দুনিয়াতে এই জায়গার নাম দিল্লি হবেনা, একে পরীস্থান বলা হবে। প্রথমে এইটা নিশ্চয় হওয়া দরকার যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। দৈবী সন্তান এবং আসুরী সন্তানের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। ওরা হল ভ্রষ্টাচারী আর তোমরা হলে শ্রেষ্ঠাচারী। গায়নও করে যে হে, পতিত-পাবন তুমি এসো, এসে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাও। গুরু নানকও বলেছে যে ভগবান এসে ময়লা কাপড় পরিষ্কার করেন। তোমরাই পূজ্য আবার তোমরাই পূজারী কিভাবে হও সেইসব রহস্য বুঝতে হবে। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই সর্বদা পূজ্য। তিনিই লক্ষ্মী-নারায়ণকে পূজ্য বানিয়েছেন। তারও আগে তিনি মাম্মা-বাবাকে দত্তক নিয়ে মাতা-পিতা সৃষ্টি করেছেন। তিনি পতিতকে পবিত্র বানান। পবিত্র বানানোর জন্যই তিনি পতিত দুনিয়াতেই আসেন, তাই ব্রহ্মার চিত্র সবার ওপরে দেওয়া হয়েছে। সেই ব্রহ্মাই আবার নিচে তপস্যা করছে। পতিতদেরকে দত্তক নেওয়া হয়, তখন ব্রহ্মা-সরস্বতী এবং বাচ্চাদের নামও বদল করা হয়। তোমরা জানো যে ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছে। এরা সবাই হল ঈশ্বরীয় সন্তান অথবা বংশাবলী। একটা বীজ থেকেই এই বংশাবলীর বৃক্ষের উৎপত্তি হয়েছে। ওটা হল আত্মাদের ঝাড় (বৃক্ষ), আর এটা হল মানুষদের ঝাড়। রুদ্রমালাও হল আত্মাদেরই সংকলন। তাহলে মানুষের বংশাবলীর বৃক্ষ কোনগুলো? দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এটা হলো রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান যা কেবল তোমরা বাচ্চারাই শুনছ। কিন্তু ক্রমানুসারে ধারণা হওয়ার জন্য কেউ রাজা-রানী হয় আবার কেউ প্রজাও হয়। মাম্মা-বাবাকে অনুসরণ (ফলো) করার পুরুষার্থ করতে হবে, অনেক মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। মাম্মা কত মিষ্টি স্বভাবের। তাই সবাই তার কথা স্মরণ করে। শিববাবাই এই মাম্মা-বাবা এবং তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে এত মিষ্টি বানান। এটা হল মাম্মা-বাবা এবং যেসব বাচ্চারা ভালো করে পড়ছে তাদের বংশাবলীর বৃক্ষ। তাদেরকে তো অনেক মিষ্টি হতে হবে। সরস্বতীর হাতে বীণা দেখানো হয়েছে, আবার কৃষ্ণের হাতেও বাঁশি থাকে। শুধু নামটাই বদলে দিয়েছে। বাবা বলছেন, ভালো করে পড়তে থাকো। দুনিয়ায় যেসব স্টুডেন্ট পড়াশুনা করে তাদের বুদ্ধিতে সমগ্র ইতিহাস ভূগোল থাকে। মুহম্মদ গজনবী কবে এসেছিল, কিভাবে লুট করে গিয়েছিল, মুসলমানরা অমুক জায়গাতে লড়াই করেছিল। ইসলাম, বৌদ্ধ যারাই এসেছিল তাদের সকলেরই ইতিহাস তারা জানে। কিন্তু এই বেহদের ইতিহাস ভূগোলকে কেউই জানেনা। কিভাবে নতুন দুনিয়া থেকে পুরাতন দুনিয়া হয়, কোথা থেকে নাটকের আরম্ভ হয়, মূলবতন-সূক্ষ্মবতন-স্থূলবতন তারপর এখানে, এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় সেইসব পড়া এখন তোমরা বাচ্চারাই পড়ছো। মূলবতন হল আত্মাদের নিবাসস্থান। সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর আছে। যেসব আত্মারা প্রথমে পবিত্র ছিল তারাই কিভাবে পতিত হল এবং পুনরায় কিভাবে পবিত্র হবে সেই

সকল কথা বোঝানো হয়। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা যাবেনা। প্রজাপিতা তো এখানেই আছে। তোমাদের সাক্ষাৎকার হয়। যখন এই ব্যক্ত ব্রহ্মা পবিত্র হয়ে যায় তখন ওখানে সম্পূর্ণ অব্যক্ত রূপ দেখা যায়। যেমন সাদা আলোর সূক্ষ্ম রূপ হয়। ওখানে বার্তালাপও চলচ্চিত্রের (মুভি) দ্বারা হয়। সূক্ষ্মবতন কি, সেখানে কে যেতে পারে তা তোমরা জানো। ওখানে তোমরা মাম্মা-বাবাকে দেখতে পাও। ওখানে দেবতারাও আসে, তাদের সভা হয়। কারণ দেবতারা তো পতিত দুনিয়াতে পা পর্যন্ত রাখেন না। তাই তারা সূক্ষ্মবতনে মিলিত হয়। ওটা হল বাপের বাড়ির লোকেদের সাথে শশুরবাড়ির লোকেদের মিলন। নাহলে তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সাথে দেবতাদের মিলন কিভাবে হবে। তাই এইটা হল উপায়। সামনে থেকে সাক্ষাৎকার করাটাও হল বুদ্ধির দ্বারা জানা। নাটকে এইরকমই আছে। যেমন ঘরে বসে মীরার বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার হত, নাচ করত। শুরুর দিকে তোমরাও অনেক সাক্ষাৎকার করেছ। কিভাবে রাজধানী পরিচালিত হয়, কেমন নিয়ম কানুন হবে সব তোমরা বলতে। তখন তোমরা খুব কমজনই ছিলে। বাকিরা সবাই অন্তিমে দেখবে। দুনিয়ার লোকেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করবে আর তোমরা সাক্ষাৎকার করবে। মানুষ তো অনেক হাহাকার করছে। কারোর সম্পত্তি মাটিতে চাপা পড়ে যাবে... এই সময়ে তো প্রজাদের ওপর প্রজাদের রাজত্ব। তাও তাদের পজিশন কত উঁচু। কিন্তু এইসময়ে কারোরই পরমাত্মার সাথে বুদ্ধির যোগ না থাকার জন্য তাকে কেউই চেনে না। কন্যা যখন একবার পাত্রকে জেনে নেয় তখন থেকেই প্রীত জুড়ে যায়। না জানলে ভালোবাসাও থাকেনা। তোমাদের মধ্যেও ক্রমানুসারে প্রীত আছে। সর্বদা স্মরণ করার জন্যও প্রীত থাকতে হবে, কিন্তু প্রীতমকেই ভুলে যায়। এই বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) বলেন যে আমিও ভুলে যাই। ৫০০০ বছর পরে তোমরা বাচ্চারা এই শিক্ষা পাচ্ছ যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, পরমাত্মাকে স্মরণ করো। এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্মের বিনাশ হবে। এখন তো বিকর্মাজিৎ হতে হবে। যারা প্রথমে সত্যযুগে আসবে তাদেরই বিকর্মাজিৎ বলা হবে। পতিতকে বিকর্মী এবং পবিত্রদের সুকর্মী বলা হয়। সত্যযুগেই বিকর্মাজিৎ রাজ্য হয়। তারপর ধীরে ধীরে বিকর্মের যুগ শুরু হয়। যারা ২৫০০ বছর বিকর্মাজিৎ থাকে তারাই এরপর বিকর্মী হয়ে যায়। তোমরা এখন বিকর্মাজিৎ সাম্রাজ্যতে আসার জন্য পুরুষার্থ করছো। মোহজিৎ রাজার অনেক গল্প আছে। কখন পতিত রাজ্য থাকে, কখন পবিত্র রাজ্য থাকে সেইসব কথা তোমরাই জানো। শিববাবাই পবিত্র বানান। তাঁর চিত্রও আছে। তোমরা জানো যে এখন রাবণ রাজ্য চলছে। তাই সৃষ্টিচক্রের ছবিতে লিখে দাও - এটা হল বর্তমানের ভারত, এটা হল আগামী দিনের ভারত। এইরকম তো একদিন হবেই, তাই না? তোমরা জানো যে এইটা হল মৃত্যুলোক। এখানে অকালে মৃত্যু তো হতেই থাকে। ওখানে এইরকম হয়না। তাই ওই দুনিয়াকে অমরলোক বলা হয়। সত্যযুগ থেকে রামরাজ্য শুরু হয়। দ্বাপরযুগ থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। এইসব কথা কেবল তোমরাই বোঝো। দুনিয়ার মানুষরা তো সবাই কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় মগ্ন। আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে সমস্ত রহস্য বোঝাই। তোমরা হলে ব্রহ্মামুখবংশাবলী, তোমাদেরকেই বোঝাই। যার মধ্যে এই ব্রহ্মা সরস্বতীও আছে। ইনি হলেন জগৎ-আম্বা। মহিমা করার জন্য এর গায়ন আছে। কিন্তু বাস্তবে বড় মা তো এই ব্রহ্মাই, কিন্তু শরীর তো পুরুষের। এইসব হল খুব গুপ্ত কথা। জগৎ আম্বার তো অবশ্যই কেউ মাতা আছে। ব্রহ্মার কন্যারা তো আছে। কিন্তু সরস্বতীর মাতা কে? কার দ্বারা এঁর রচনা হয়েছে? তো এই ব্রহ্মা হল বড় মা। এর দ্বারাই কুমার এবং কুমারীদের রচনা হয়। এইসব কথা বোঝার জন্য খুব ভালো বুদ্ধি থাকতে হবে। কুমারীরা ভালো বুঝতে পারে। মাম্মাও কুমারী। ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ হয়ে গেলে আর ধারণা হয়না। গৃহস্থ ধর্ম তো সত্যযুগেও ছিল, কিন্তু তাকে পবিত্র বলা হত। এখন পতিত হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণের কত মহিমা করে - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ... এখানে তো এইরকম

একজন মানুষও নেই। ওখানে রাবণ রাজ্য হয় না। দেহ-অহংকারের নামই থাকে না। ওখানে ওদের এই জ্ঞান থাকবে যে আমরা এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নেব। তারা আত্ম-অভিমানী থাকে। এখানে সবাই দেহ-অভিমানী। এখন তোমাদেরকে শেখানো হচ্ছে যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমাদেরকে এখন পুরানো শরীর ত্যাগ করে ফিরতে হবে। তারপর নতুন দুনিয়াতে আবার নতুন শরীর নেবে। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-*

১) সর্বদা স্মরণে থাকার জন্য হৃদয়ের প্রীত কেবল বাবার সাথেই রাখতে হবে। প্রীতমকে ভুলে যাওয়া চলবে না।

২) বিকর্মাজিৎ সাম্রাজ্যে যাওয়ার জন্য মোহজিৎ হতে হবে, সুকর্ম করতে হবে। কোনো বিকর্ম করা যাবেনা।

বরদান:- উদারচিত্ত হয়ে সবাইকে অসীম খাজনায় ভরপুর করতে সমর্থ মাস্টার দাতা হও।

তোমরা হলে দাতার সন্তান, মাস্টার দাতা। কারো কাছ থেকে কিছু নিয়ে তারপর দেওয়া - এটাকে দান বলা হয় না । নেওয়া এবং দেওয়া - এটা তো ব্যবসা হয়ে গেল। তোমরা দাতার বাচ্চারা উদারচিত্ত হয়ে দান করো। অসীম খাজনা আছে। যার যেটা দরকার তাকে সেটা দিয়ে ভরপুর করে দাও। কারোর খুশি চাই, কারোর স্নেহ চাই, কারোর শান্তি চাই, তাদের সেটা দিতে থাকো। এটা হল মুক্ত খাতা, হিসাবপত্রের খাতা নয়। এখন দাতার দরবার খোলা আছে। তাই যার যতটা দরকার তাকে ততটা দাও। এতে কোনো কার্পণ্য করো না ।

স্লোগান:- নিজের মানসিক বৃত্তিকে এতটাই শক্তিশালী বানাও যার দ্বারা খারাপও ভালো হয়ে যায়।